ভোরের কাগজ

তারিখ ... 12 OCT 2002 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ...

অভিমত

বেসরকারি স্কুল-কলেজে শিক্ষক নিয়োগ প্রসঙ্গে

আজহারুল ইসলাম সরকার

> শিক্ষক নিয়োগের জন্য পৃথক পিএসসি হবে ভালো উদ্যোগ। কিন্তু অন্তর্বর্তীকালীন কোনো কমিশন বা কমিটি বেসরকারি শিক্ষক সমাজ সহজে মেনে নেবে বলে মনে হয় না। অবশ্য স্বৈরাচারী কায়দায় নতুন নীতিমালা চাপিয়ে দিলে এর বিরুদ্ধেও সমালোচনার ঝড় উঠবে, আন্দোলনের ইস্যুও হতে পারে। তাই সরকারকে ভেবেচিন্তে ধীর গতিতে সঠিক পরামর্শে পৃথক পিএসসিই গঠনের উদ্যোগ নেওয়া উচিত।

বেসরকারি স্কুল ও কলেজের শিক্ষক নিয়োগের জন্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মতো পৃথক একটি নতুন কর্মকমিশন গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে সার্বিক যোগ্যতা নিশ্চিত করাসহ শিক্ষাব্যবস্থার মান উন্নয়নের জন্যই মূলত এ কমিশন গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে। এ কমিশন গঠনের আগ পর্যন্ত শিক্ষক নিয়োগসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো পরিচালনার জন্য জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে শিগগিরই একটি কমিটি গঠন করা হচ্ছে বলেও সূত্রটি জানায়। (ভোরের কাগজ ১৩ সেপ্টেম্বর/০২)।

সংবাদ সূত্রে আরো অবগত হলাম সরকারের শিক্ষা সংস্কার বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশ মোতাবেক বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সার্বিক মান উন্নয়নে এই পৃথক কর্মকমিশন গঠন করা হবে। এই কমিশন গঠনের প্রাথমিক প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এবং এ সংক্রান্ত বিধিমালার খসড়া তৈরির কাজ চলছে। খসড়াটি চূড়ান্ত হলে গোল টেবিল বৈঠক ও সেমিনারের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলের মতামত নেওয়া হবে। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই বলা দরকার সরকারের শিক্ষা সংস্কার বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশ ছিল ছাত্র ও শিক্ষক রাজনীতি নিষিদ্ধ করা। দেশব্যাপী প্রচণ্ড আলোচনা-সমালোচনার মুখে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিরোধী দলসহ সকল মহলের সঙ্গে আলোচনা করে ছাত্র রাজনীতি বন্ধের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছবে। ভালো কথা, ভালো উদ্যোগ। সরকারি দল, বিরোধী দলসহ বুদ্ধিজীবী মহলের অভিমতকে একীভূত করেই একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়াই প্রকৃত গণতান্ত্রিক আচরণ। ছাত্র রাজনীতির বিষয়ে যেমন সকলের মতামত চেয়েছেন সরকার, তেমনি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষ করে স্কুল-কলেজে শিক্ষক নিয়োগের জন্য পৃথক কর্মকমিশন গঠনের ব্যাপারেও বিরোধী দলসহ সংশ্লিষ্ট কিংবা এর বাইরের বুদ্ধিজীবী মহলের সঙ্গে আলোচনা করা উচিত। হ্যাঁ, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের জন্য পৃথক কর্মকমিশন গঠন শিক্ষক সমিতিগুলোরও দাবি রয়েছে। শিক্ষা কমিটির সুপারিশ সমর্থনযোগ্য কিন্তু এ কমিশন গঠন করার আগ পর্যন্ত শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ডিসির নেতৃত্বে যে কমিটি গঠন হচ্ছে তা সমর্থনযোগ্য নয়। পৃথক কর্মকমিশন গঠনের জন্য সময় নিয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তাড়াহুড়ো করে শিক্ষা ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নিলে রাজনৈতিকভাবেও ভালো ফল পাওয়ার আশঙ্কা নেই।

শিক্ষক নিয়োগের জন্য পৃথক পিএসসি হবে ভালো উদ্যোগ। কিন্তু অন্তর্বর্তীকালীন কোনো কমিশন বা কমিটি বেসরকারি শিক্ষক সমাজ সহজে মেনে নেবে বলে মনে হয় না। অবশ্য স্বৈরাচারী কায়দায় নতুন নীতিমালা চাপিয়ে দিলে এর বিরুদ্ধেও সমালোচনার ঝড় উঠবে, আন্দোলনের ইস্যুও হতে পারে। তাই সরকারকে ভেবেচিন্তে ধীর গতিতে সঠিক পরামর্শে পৃথক পিএসসিই গঠনের উদ্যোগ নেওয়া উচিত। মাঝামাঝিতে কোনো কমিটি গঠন ঠিক হবে না। ডিসির নেতৃত্বে যে কমিটি গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে তাতে স্থানীয় সাংসদকে উপদেষ্টা রাখা হবে বলে জানা গেছে। যদি তাই কার্যকর হয় তবে পুরো কমিটিই চলবে স্থানীয় সাংসদের নেতৃত্বে ও পরামর্শে। দলীয়করণের মাত্রায় নতুনত্ব যোগ হবে। শেষ পর্যন্ত শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রেও দলীয়করণ ঘটতে থাকলে জাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকারের দিকে ধাবিত হতে থাকবে।

পুরোপুরি পিএসসি গঠনের আগে তাই ফাঁড়ি কমিটি না করার জন্য বর্তমান জোট সরকারের শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষা কমিটির কাছে সবিনয়ে অনুরোধ রাখছি। শিক্ষা ক্ষেত্রেও দলীয় পরিচয় খুঁজে নিয়োগ দেওয়ার সুযোগ থাকবে যদি এমপিগণ সংশ্লিষ্ট থাকেন। ক্ষমতার পালাবদল ঘটবেই। চিরদিন এক পার্টি বা জোট ক্ষমতায় থাকবে না ভবিষ্যতেও স্থানীয় এমপিগণ যদি একইভাবে ডিসির নেতৃত্বের কমিটির উপদেষ্টা থাকেন তবে আশ্চর্য হওয়ার থাকবে না।

তাই বেসরকারি শিক্ষকদের মূল দাবি ১০০% বেতন-ভাতাদি প্রদানসহ পিএসসি গঠন করে বদলির আশু ব্যবস্থা করা হোক। ঢাকার বেসরকারি শিক্ষকরা চিরদিন ঢাকায় থাকবেন। মফস্বল শিক্ষকরা ঢাকায় শিক্ষকতার সুযোগ কোনোদিনই পাবেন না, যদি বাধ্যতামূলক পদক্ষেপে বদলির ব্যবস্থা করা না হয়।

বেসরকারি শিক্ষকদের বদলির জন্য কি পদক্ষেপ নেওয়া যায় তাও জরুরি ভিত্তিতে আলোচনায় আনতে হবে। বদলি ছাড়া, শহর কেন্দ্রিক শিক্ষকরা গ্রামীণ জনপদের স্কুল-কলেজে আসবেন না, ফলে গ্রামীণ শিক্ষকরাও শহরে সুবিধা থেকে চিরবঞ্চিত। এ বিষয়টি শিক্ষা কমিশনকে ভেবে দেখার জন্য অনুরোধ করছি। আর তা না করে শিক্ষকদের আন্দোলনকে ভিন্ন খাতে মোড় দেওয়ার জন্য আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় শিক্ষকদের ফেলতে চাইলে ভালো ফল পাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না।

রাজনৈতিক ঘুঁটির চাল শিক্ষকরা অতো বুঝেন না বলেই ৯ দফা শর্ত জুড়ে দিয়ে বিগত আওয়ামী লীগ সরকার বেসরকারি শিক্ষকদের রোষানলে পড়েছিল। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে শিক্ষামন্ত্রীর ফাঁদে পড়ে বেসরকারি শিক্ষকরা নাজেহাল হয়েছেন। বর্তমান সরকার সেই কালো চুক্তি বাতিলের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। জানি না কবে নাগাদ ৯ দফা বাতিল হবে। আশাবাদী, জোট সরকার বেসরকারি শিক্ষকদের নিয়ে ঝুঁট করবে না। বেসরকারি শিক্ষকদের ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত দাবি মেনে নিয়ে শিক্ষকদের আস্থাভাজন হবে। ডিসি সাহেবদের নিয়ে আমলাতান্ত্রিক প্যাঁড়াকল তৈরি করা ঠিক হবে না যেমন, তেমনি স্থানীয় এমপিদের নিয়ে কমিটি করে রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের চিন্তাভাবনা করলে জোট সরকার ঠিক কাজটি করবে বলে মনে হয় না।

আজহারুল ইসলাম সরকার : শিক্ষক।